ইত্তেফাক

তারিখ 18 DEC 2006
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

# যোগ্য শিক্ষক নিয়োগে আপস নয়

শিক্ষকগণ হইতেছেন মানুষ গড়ার কারিগর। মা-বাবার পরেই তাহাদের অবস্থান। ভূমিষ্ঠ হইবার পর শিশু পৃথিবীতে আলোর মুখ দেখিয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানের আলো না পাইলে সে ঠিকমত চলিতে পারে না। শিক্ষকদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বাদশাহ আলমগীরের কাহিনী আমাদের সকলেরই জানা। তিনি তাহার ছেলের বাবা হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার শিক্ষাগুরু হইতে পারেন নাই। তবে তিনি শিক্ষকদের কীভাবে সম্মান জানাইতে হয় তাহা আমাদের শিখাইয়া গিয়াছেন। পরিতাপের বিষয়, আমাদের দেশে আর দশটা পেশার ন্যায় শিক্ষকতা পেশাও নানাভাবে কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষ করিয়া অযোগ্য ও মেধাহীন ছাত্রদের অধিকহারে এই পেশায় ঢুকিয়া পড়িবার ফলে মানুষ গড়িবার কাজটি আজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে না। ইহার জন্য প্রয়োজন ছিল বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগেও যোগ্যতা যাচাই-বাছাই করিবার জন্য জাতীয়ভাবে কোন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা। আশার কথা হইল, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ বা এনটিআরসিএ বলিয়া আমরা একটি এরূপ জাতীয় সংস্থাও পাইয়াছি।

এনটিআরসিএর অধীনে এই বৎসর অনুষ্ঠিত বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফলও কিছুদিন আগে প্রকাশিত হইয়াছে। জানা যায়, এইবার দ্বিতীয় দফার এই পরীক্ষায় স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের ১৫টি বিষয়ে শিক্ষকতার জন্য সারাদেশ হইতে ১ লাখ ৪৬ হাজার ৭৫৩টি আবেদন জমা পড়িয়াছিল। তাহার মধ্যে তথ্যগত ঘাটতি ও ত্রুটিজনিত কারণে ১৫ হাজার আবেদন বাতিল হইয়া যায়। আর ৯টি বিষয়ে কোন আবেদনের সাড়া পাওয়া যায় নাই। মাধ্যমিক পর্যায়ে এইসব পদ ছিল সহকারী শিক্ষক, সহকারী মৌলভী ও জুনিয়র ইনস্ট্রাকটরের এবং কলেজ পর্যায়ে প্রভাষকের। এইবার মোট পাস করিয়াছে ২২ হাজার ৩৮১ জন। পাসের হার ২২ দশমিক ৪২। অর্থাৎ প্রায় এক লাখ পরীক্ষার্থীর মধ্যে (৯৯ হাজার ৮০৭ জন) সাড়ে ৭৭ হাজারই ফেল করিয়াছে। গতবার প্রথম দফা নিবন্ধন পরীক্ষায় ৩৬টি বিষয়ের ওপর আবেদন পড়িয়াছিল ৭৯ হাজার। ৯টির জন্য ৩ হাজার বাদ পড়িলেও ৭৬ হাজার আবেদনকারীর প্রায় ৫৯ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিয়াছিল। প্রথমবারের ফলাফলে দেখা যায় ৩৩ হাজার ৭৮৮ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হইয়াছে।

এইবার শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় পাসের হার কম হওয়ার যৌক্তিকতা নিয়াছে কৈকি। পত্রিকান্তরে জানা যায়, এইবারের পরীক্ষার প্রশ্ন যথেষ্ট মানসম্পন্ন ছিল এবং মূল্যায়নও হইয়াছে যথাযথভাবে। ছাত্র-ছাত্রীদের ১শত করিয়া মোট দুইশই নম্বরের ২টি পরীক্ষা দিতে হইয়াছে, যাহার পাসের নম্বর ছিল ০। অতএব, কেহ ৪০ এর নিচে পাইলে তাহাদেরকে পাস বলিয়া ধরিয়া ইবার কোন প্রশ্নই আসে না। আমরা মনে করি, এই কড়াকড়ি আরোপ বেচনাপ্রসূতই হইয়াছে। এই ধরনের পরীক্ষায় গ্রেস নম্বর দেওয়ার কোন য়োজন নাই। অর্থাৎ বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাওয়ার র্বশর্ত এই সনদ অর্জনের পরীক্ষায় কোন আপস চলিতে পারে না। পরীক্ষার লাফল জানাইতে গেলে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ডঃ ইয়াজউদ্দিন হম্মেদ এনটিআরসিএ প্রতিনিধিদলকে এই নির্দেশনাই দিয়াছেন। যেহেতু াহারা জাতিকে শিক্ষিত করিবার কাজটি করিবেন তাই তাহাদের নিয়োগ পদ্ধতি ষ্ঠ ও মানসম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই বারের শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় তাহারই ইঃপ্রকাশ ঘটিয়াছে। আগামীতেও এই ধারা অব্যাহত রাখিতে হইবে।

এনটিআরসিএ'র আপসহীন মনোভাব অব্যাহত থাকুক আমরা সর্বদা াহাই কামনা করি। ইদানিং বিসিএসসহ বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের টনা একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। ইহা আমাদের সকল র্জনকেও বিনষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় হা যেন না ঘটে কর্তৃপক্ষ সেই ব্যাপারে পূর্ব হইতেই সজাগ থাকিবেন াহাই আমাদের কাম্য। সুষ্ঠু নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষক নেওয়া হইলে ত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকতা পেশায় সহজেই বেশ করিতে পারিবে। তবে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী চাহিলেই তো পাওয়া াইবে না। এ জন্য বিশ্বায়ন ও বেসরকারিকরণের এই যুগে শিক্ষকতা পেশাকে কীভাবে অর্থ ও সম্মানে আরো আকর্ষণীয় করা যায়, সেই পারেও সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।